

"মিষ্টি বাচ্চারা - যে রকম তোমাদের (আত্মাদের) এই শরীর রুপী সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েছে, সেইরকম বাবাও এই দাদার সিংহাসনের উপর বিরাজমান হয়ে আছেন, তাঁর নিজের কোনো সিংহাসন নেই"

প্রশ্ন:- যে বাচ্চাদের মনে ঈশ্বরীয় সন্তানের স্মৃতি থাকে, তাদের লক্ষণ কেমন হবে?

উত্তর:- এক বাবার সাথে তাদের সত্যিকারের প্রীতি থাকবে। ঈশ্বরীয় সন্তান কখনও লড়াই ঝগড়া আদি করে না। তাদের মধ্যে কখনই কুদৃষ্টি থাকবে না। যখন থেকে তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী অর্থাৎ ভাই-বোন হয়েছো তখন থেকে এক-পরস্পরের প্রতি কুদৃষ্টি যেতেই পারে না।

গীত:- আকাশ সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে এই ধরিত্রীতে চলে এসো ...

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখন জেনে গেছে যে, বাবা আকাশ সিংহাসন ছেড়ে এখন এই দাদার শরীরকেই নিজের সিংহাসন বানিয়েছেন, সেই সিংহাসন ছেড়ে এখানে এসে বসে আছেন। এই আকাশ তব্ব তো হল জীবাত্মাদের সিংহাসন। আত্মাদের সিংহাসন হল সেই মহাতত্ত্ব, যেখানে তোমরা (আত্মারা) শরীর ছাড়া থাকো। যেরকম আকাশে তারা থাকে, সেই রকম তোমরা আত্মারাও অনেক ছোট ছোট হয়ে সেখানে থাকো। আত্মাকে দিব্যদৃষ্টি ছাড়া দেখা যায় না। বাচ্চারা তোমাদের এখনই এই জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, যেরকম তারা কত ছোট হয়, সেই রকম আত্মারাও বিন্দুর মত হয়। এখন বাবা তো সিংহাসন ছেড়ে দিয়েছেন। বাবা বলেন যে, তোমরা আত্মারাও সিংহাসন ছেড়ে এখানে এই শরীরকে নিজের সিংহাসন বানিয়েছো। আমাকেও এখানে শরীরের অবশ্যই প্রয়োজন হয়। আমাকে আহ্বান করো পুরানো দুনিয়াতে। গায়ন আছে তাই না, দূরদেশের বসবাসকারী..। তোমরা আত্মারা যেখানে থাকো, সেটা হল তোমাদের আত্মাদের আর বাবার দেশ। পুনরায় তোমরা স্বর্গে গমন করো, যেটা বাবা স্থাপন করেন। বাবা নিজে সেই স্বর্গে আসেন না। তিনি নিজে তো বাণী থেকে দূরে বাণপ্রস্থে গিয়ে থাকেন। স্বর্গে তাঁর দরকার হয় না। তিনি তো সুখ দুঃখ থেকে পৃথক হয়ে থাকেন তাই না। তোমরা তো সুখ প্রাপ্ত করতে আসো, তাই দুঃখতেও তোমাদের আসতে হয়।

এখন তোমরা জেনেছ যে, আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমারী ব্রহ্মাকুমারী ভাই-বোন। এক পরস্পরের মধ্যে কুদৃষ্টির চিন্তাও যেন না আসে। এখানে তো তোমরা বাবার সম্মুখে বসে আছো, নিজেরা হলে ভাই বোন। পবিত্র থাকার যুক্তিও দেখো কিভাবে হয়। এই সমস্ত কথা কোন শাস্ত্রে নেই। সকলের বাবা হলেন এক, তাই সবাই বাচ্চা হয়ে গেছো তাইনা। বাচ্চাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই ঝগড়াও করা উচিত নয়। এই সময় তোমরা জানো যে, আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান, প্রথমে আসুরী সন্তান ছিলাম, এখন সঙ্গম যুগে ঈশ্বরীয় সন্তান হয়েছি, পুনরায় সত্যযুগে দৈবী সন্তান হব। এই চক্রের বিষয়ে বাচ্চাদের জ্ঞান হয়েছে। তোমরা হলে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, তাই তোমাদের মধ্যে যেন কুদৃষ্টি না যায়। সত্যযুগে কুদৃষ্টি হয়না। কুদৃষ্টি রাবণ রাজ্যে হয়। বাচ্চারা তোমরা এক বাবাকে ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করোনা। সবথেকে বেশি ভালোবাসা এক বাবার সাথেই হওয়া চাই। আমার তো এক শিববাবা দ্বিতীয় আর কেউ নেই। বাবা বলেন যে, বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকে শিবালয় যেতে হবে। শিববাবা স্বর্গের স্থাপনা করছেন। অর্ধেককল্প রাবণ রাজ্যে চলেছে, যার কারণে তোমরা দুর্গতি প্রাপ্ত করেছো। রাবণ কি, তাকে কেন পোড়ানো হয়, এটাও কেউ জানে না। শিববাবাকেও জানে না। যেরকম দেবীদেরকে সাজিয়ে পূজা করে আবার জলে ডুবিয়ে দেয়, শিববাবারও মাটির লিঙ্গ বানিয়ে পূজা আদি করে পুনরায় মাটিতে মিশিয়ে দেয়, সেইরকম রাবণকেও তৈরি করে আবার জ্বালিয়ে দেয়। কিছুই বোঝেনা। তারা বলে যে, এখন হলো রাবণ রাজ্য, রাম রাজ্য স্থাপন হওয়া দরকার। গান্ধীও রামরাজ্যে চাইতেন, তাহলে এর অর্থ হল এটা রাবণ রাজ্যে তাই না। যে বাচ্চারা এই রাবণ রাজ্যে কাম চিতায় বসে জ্বলে গেছে, বাবা এসে পুনরায় তাদের উপর জ্ঞানের বর্ষণ করেন, সবার কল্যাণ করেন। যেরকম শূকনো জমির উপর বৃষ্টিপাত হলে সেখানে ঘাস জন্মায়, সেইরকম তোমাদের উপরও জ্ঞানের বর্ষণ না হওয়ার কারণে তোমরা কাঙ্গাল হয়ে গিয়েছিলে, এখন পুনরায় জ্ঞানের বর্ষণ হচ্ছে, যার দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। যদিও বাচ্চারা তোমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো, কিন্তু অন্তরে অনেক খুশি থাকা চাই। যেরকম কোনো গরীব বাবার সন্তান পড়াশোনা করে, তো পড়াশোনার দ্বারা ব্যারিস্টার আদি হয়ে যায়। সেও তখন বড় বড়দের ব্যক্তিদের সাথে ওঠা-বসা করে, খাওয়া-দাওয়া করে। ভীলনীর কথাও শাস্ত্রে আছে তাইনা।

বাচ্চারা, তোমরা জেনেছ যে, যে আত্মা শুরু থেকে অধিক ভক্তি করেছে, সেই এসে সব থেকে অধিক জ্ঞান গ্রহণ করবে।

শুরু থেকে সর্বাধিক ভক্তি আমি করেছি, তাই আমাকেই বাবা সর্বপ্রথমে স্বর্গে পাঠিয়ে দেন। এটা হল জ্ঞান যুক্ত যথার্থ কথা। কল্প-কল্প আমি পূজ্য ছিলাম, পুনরায় পূজারী হয়েছি। নিচে নেমে এসেছি। বাচ্চাদেরকেই সমস্ত জ্ঞান বোঝানো হয়। এই সময় এই সমগ্র দুনিয়া হল নাস্তিক, কারণ তারা বাবাকে জানেনা। নেতি নেতি বলে দেয়। পরবর্তীকালে এই সন্ন্যাসীরাও এসে আস্তিক অবশ্যই হবে। যদি কোন এক সন্ন্যাসী এসে যায় তো তাকে কি সবাই আর বিশ্বাস করবে! বলবে যে এর উপর বি কেরা জাদু করেছে। তাকে সরিয়ে তার শিষ্যকে সিংহাসনে বসাবে। এইরকম অনেক সন্ন্যাসী তোমাদের কাছে আসে, তারপর গুপ্ত হয়ে যায়। এটাই হলো সবথেকে বড় আশ্চর্যজনক ড্রামা। এখন বাচ্চারা তোমরা আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব কিছু জেনে গেছে। তোমাদের মধ্যেও নস্বরের ক্রমানুসারে পুরুষার্থ করে ধারণ করছে। বাবার কাছে সমস্ত জ্ঞান আছে, তোমাদের কাছেও হওয়া চাই। দিন-প্রতিদিন কত সেন্টার খুলতে থাকে। বাচ্চাদের তো অনেক দয়াবান হতে হবে। বাবা বলেন যে, নিজদের উপর দয়া করো। দয়াহীন হয়ে না। নিজের ওপর দয়া করতে হবে। কিভাবে? সেটাও বোঝানো হয়। বাবাকে স্মরণ করে পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। পুনরায় কখনো পতিত হওয়ার পুরুষার্থ করবেনা। দৃষ্টিকে সুন্দর বানাতে হবে। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ ঈশ্বরীয় সন্তান। ঈশ্বর আমাদেরকে দণ্ডক নিয়েছেন তাই না। এখন মনুষ্য থেকে দেবতা হতে হবে। প্রথমে সূক্ষ্মবতনবাসী ফরিস্তা হবে। এখন তোমরা ফরিস্তা হচ্ছে। সূক্ষ্মবতনের রহস্যও বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে। এটা হল টকি, সূক্ষ্মবতনে আছে মুন্ডি, মূলবতনে হলো সাইলেন্স। সূক্ষ্মবতন হলো ফরিস্তাদের। যেরকম ভূতকে ছায়াশরীর রূপে দেখানো হয়, আত্মা যখন শরীর ধারণ করে না, তখন সে দিকব্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাকেই ভূত বলা হয়। তাদেরকে এই চোখ দিয়েও দেখা যায়। এরা হলো সূক্ষ্মবতনবাসী ফরিস্তা। এই সমস্ত কথা অনেক বোঝার বিষয়। মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূল বতন - তোমাদের কাছে এই তিন লোকের জ্ঞান আছে। চলতে-ফিরতে বুদ্ধিতে এই সমস্ত জ্ঞান মন্বন করতে হবে। আমরা হলাম প্রকৃতপক্ষে মূলবতনের বাসিন্দা। এখন আমরা সেখানে ফিরে যাব ভায়া সূক্ষ্মবতন। বাবা এই সময়ে সূক্ষ্মবতন রচনা করেন। প্রথমে সূক্ষ্ম তারপর স্থূল চাই। এখন এটা হল সঙ্গম যুগ। এটাকে ঈশ্বরীয় যুগ বলা হয়। আর সেটা হলো দৈবী যুগ। বাচ্চারা তোমাদের তো অনেক খুশিতে থাকা চাই। কুদৃষ্টি গেলে তো উঁচু পদ প্রাপ্ত হবে না। এখন তোমরা হলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তাই না। পুনরায় ঘরে গিয়ে এটা যেন ভুলে যেওনা। তোমরা সঙ্গদোষে এসে ভুলে যাও। তোমরা হলে হংস ঈশ্বরীয় সন্তান আছে। তোমাদের কারোর প্রতি আন্তরিক স্নেহ যেন না যায়। যদি আন্তরিক স্নেহ চলে যায় তাহলে বলা হবে মোহের বাঁদরী।

তোমাদের ধান্দাই হল সবাইকে পবিত্র বানানো। তোমরা বিশ্বকে স্বর্গ তৈরি করছো। কোথায় সেই রাবণের বিকারী সন্তান, আর কোথায় তোমরা হলে ঈশ্বরের সন্তান। বাচ্চারা তোমাদের স্থিতি এক রস বানানোর জন্য সবকিছু দেখেও কিছু দেখা না, এই অভ্যাস করতে হবে। এতে বুদ্ধিকে এক রস রাখা হল সাহসিকতার পরিচয়। পারফেক্ট হওয়ার জন্য পরিশ্রম লাগে। সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য সময় চাই। যখন কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে, তখন এই দৃষ্টি আসবে, ততক্ষণ কিছু না কিছু আকর্ষণ তো করতেই থাকবে। তাই এর জন্য নিজের স্থিতিকে একদম উর্ধ্বমুখী করতে হবে। বুদ্ধির লাইন ক্লিয়ার করতে হবে। দেখেও যেন তোমরা কিছু দেখছো না, এই অভ্যাস যার হয়ে যাবে, সেই উঁচু পদ পাবে। এখন সেই অবস্থা খুব অল্প কয়েকজনেরই আছে। সন্ন্যাসীরা তো এই কথাটাকে বুঝতেই পারেনা। এখানে তো অনেক পরিশ্রমের বিষয় আছে। তোমরা জানো যে আমরাও এই পুরানো দুনিয়ার সন্ন্যাস করেছি। ব্যাস্ আমাদের তো এখন সুইট সাইলেন্স হোমে যেতে হবে। অন্য কারোর বুদ্ধিতে এসমস্ত কথা নেই যেটা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। তোমরাই জানো যে এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে। শিব ভগবানুবাচ - তিনি হলেন পতিতপাবন, মুক্তিদাতা, পথপ্রদর্শক। কৃষ্ণকে পথপ্রদর্শক বলা যায়না। এই সময় তোমাদেরকেও সবাইকে রাস্তা বলে দেওয়া শিখতে হবে, এইজন্য তোমাদের নাম পান্ডব রাখা হয়েছে। তোমরা হলে পান্ডব সেনা। এখন তোমরা দেহী-অভিমানী হয়েছে। জেনেছ যে, এখন আমাদেরকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে, এই পুরানো শরীর ছেড়ে দিতে হবে। সাপের মত দৃষ্টান্ত, ভ্রমরীর মতো দৃষ্টান্ত - এইসব হল তোমাদের এই সময়কার উদাহরণ। তোমরা এখন বাস্তবিক পর্যায়ে আছে। তারা তো এই ধান্ডা করতে পারবে না। তোমরা জেনেছ যে, এটা হল কবরস্থান, এখন পুনরায় এটি পরিদের থাকার স্থান হচ্ছে।

তোমাদের প্রতিটি দিনই সৌভাগ্যক্রমে প্রাপ্ত হয়েছে। বাচ্চারা তোমরা সর্বদা সৌভাগ্যবান আছে। গুরুবারের দিন বাচ্চাদেরকে স্কুলে বসানো হয়। এই নিয়ম রীতি চলে আসছে। তোমাদেরকে এখন বৃক্ষপতি পড়াচ্ছেন। এই বৃহস্পতির দশা তোমাদের জন্ম-জন্মান্তর চলবে। এটা হল অসীম জগতের দশা। ভক্তি মার্গে লোকিকের দশা দেখা যায়, এখন হল অসীম জগতের দশা। তাই সম্পূর্ণ রীতিতে পরিশ্রম করতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ কেবল একজন তো হবে না। তাঁদের তো দৈবী রাজবংশ হবে, তাইনা। অবশ্যই অনেক রাজবংশ হবে, তাই না। লক্ষ্মী-নারায়ণের সূর্যবংশী সাম্রাজ্য চলেছে, এই সমস্ত কথা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বাচ্চারা তোমাদের এটাও সাক্ষাৎকার হয়েছে যে কিভাবে রাজতিলক দেওয়া হয়।

সূর্যবংশীরা পুনরায় চন্দ্রবংশীকে কিভাবে রাজ্য দেয়। মা-বাবা বাচ্চাদের পা ধুয়ে রাজতিলক দেন, রাজ্য ভাগ্য প্রদান করেন। এই সমস্ত সাফাৎকার আদি সবই ড্রামাতে পূর্বনির্দিষ্ট আছে। এই সমস্ত বিষয়ে বাচ্চারা তোমরা মুর্ছিত হওয়ার দরকার নেই। তোমরা বাবাকে স্মরণ করো, স্বদর্শন চক্রধারী হও আর অপরকেও বানাও। তোমরা হলে ব্রহ্মামুখ বংশাবলী স্বদর্শন চক্রধারী সত্যিকারের ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রে স্বদর্শন চক্র দ্বারা কত হিংসা দেখানো হয়েছে। এখন বাবা তোমাদেরকে সত্যিকারের গীতা শোনাচ্ছেন। এটা তো কণ্ঠস্থ করে নেওয়া উচিত। কত সহজ আছে। তোমাদের সমস্ত সম্পর্ক আছে গীতার সাথে। গীতাতে যেমন জ্ঞান আছে তেমনি যোগও আছে। তোমাদেরকেও একটিমাত্র বই বানাতে হবে। যোগ-এর বই আলাদা করে কেন বানানো চাই। কিন্তু আজকাল যোগের অনেক নামাচার আছে, এই জন্য নাম রেখে দেয় যাতে মানুষ এসে বুঝতে পারে। মুখ্য বিষয় তো এটাই বুঝতে হবে যে, যোগ এক বাবার সাথেই লাগাতে হবে। যে শুনবে সে এসে নিজের ধর্মে উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে। আচ্ছা।

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) নিজের উপর নিজেকেই দয়া করতে হবে, নিজের দৃষ্টিকে অত্যন্ত পবিত্র বানাতে হবে। ভগবান মনুষ্য থেকে দেবতা বানানোর জন্য দওক নিয়েছেন, এইজন্য পতিত হওয়ার চিন্তাও যেন কখনো না আসে।

২) সম্পূর্ণ, কর্মাতীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করার জন্য সদা উর্ধ্বমুখী স্থিতিতে থাকার অভ্যাস করতে হবে। এই দুনিয়াতে সব কিছু দেখেও দেখবে না। এই অভ্যাসের দ্বারা অবস্থাকে একরস বানাতে হবে।

বরদানঃ- শ্রেষ্ঠ পালনের বিধি দ্বারা বৃদ্ধি করে সকলের অভিনন্দনের পাত্র ভব*

ব্যখ্যা :- সঙ্গম যুগ অভিনন্দনের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত করার যুগ। বাবার, পরিবারের অভিনন্দনের দ্বারাই বাচ্চারা তোমরা পালিত হচ্ছে। অভিনন্দনের খুশীতে নাচো, গাও, পালিত হও এবং উড়তে থাকো। এই পালনা হলো আশ্চর্যজনক। তাই বাচ্চারা, তোমরা বড় হৃদয় দিয়ে, দয়ার ভাবনা দিয়ে, দাতা হয়ে প্রতিটি সেকেন্ডে এক পরস্পরকে খুব ভালো.. খুব ভালো.. বলে অভিনন্দন দিতে থাকো। এটাই হল পালনার শ্রেষ্ঠ বিধি। এই বিধি দ্বারা সকলের পালনা করতে থাকো, তাহলে অভিনন্দনের পাত্র হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- নিজের স্বভাবকে সরল বানিয়ে নেওয়া, এটাই হল সমাধান স্বরূপ হওয়ার সহজ বিধি*

মাতেশ্বরীজির মধুর মহাবাক্য

অর্ধকল্পের জ্ঞান হলো ব্রহ্মার দিন আর অর্ধকল্পের ভক্তিমাগ হলো ব্রহ্মার রাত

অর্ধকল্পের জ্ঞান হলো ব্রহ্মার দিন আর অর্ধকল্পের ভক্তিমাগ হলো ব্রহ্মার রাত, এখন রাত সম্পূর্ণ হয়ে দিন আসতে চলেছে। এখন পরমাত্মা এসে অন্ধকারের অন্ত করে আলোর সূচনা করেন, জ্ঞানের দ্বারা আলোর প্রকাশ হয় আর ভক্তির দ্বারা অন্ধকার। গান করার সময় তো বলো যে, এই পাপের দুনিয়া থেকে অন্য কোথাও নিয়ে চলো.. যেখানে চিত্ত শান্তি পাবে..... এটা হল অশান্তির দুনিয়া, এখানে শান্তি নেই। মুক্তিতে না আছে খুশি না আছে দুঃখ। সত্যযুগ আর ত্রেতা হল খুশির দুনিয়া, যে সুখধামকে সবাই স্মরণ করো। তাহলে এখন তোমরা সুখের দুনিয়ায় যাচ্ছো, সেখানে কোন অপবিত্র আত্মা যেতে পারবে না। তারা অন্ত সময়ে ধর্মরাজের কাছে শাস্তি ভোগ করে, বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে, শুদ্ধ সংস্কার নিয়ে যাবে। কেননা সেখানে না অশুদ্ধ সংস্কার হয়, না আর কোন পাপ হয়। যখন আত্মা নিজের আসল বাবাকে ভুলে যায়, তো এই ভুল-ভুলাইয়ার অনাদি খেলা হার জিতের বানানো হয়েছে, এইজন্য নিজের এই সর্বশক্তিমান পরমাত্মার থেকে শক্তি গ্রহণ করে বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করে, ২১ জন্মের জন্য রাজ্য ভাগ্য নিয়ে নাও। আচ্ছা। ওম্ শান্তি।